'শিপিং লাইন' ও 'শিপিং লেন' ***(Shipping line and shipping lane)*** ঃ সমুদ্রপথ পরিবহনে চালু দু'টি কথা হল শিপিং লাইন ও শিপিং লেন। এই দুটি শব্দের অর্থ হল —

শিপিং লাইন - যেসব সংস্থা বা কোম্পানির জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, সে সব সংস্থা বা কোম্পানিকে **শিপিং লাইন** বলে পানামা, নরওয়ে, দেশের শিপিং লাইন, বিশ্ব বিখ্যাত।

শিপিং লেন - গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের নির্দিষ্ট পথকে **শিপিং লেন** বলে।

Scanned with CamScanner

✪ সুয়েজ খাল ও পানামা খালের তুলনা ✪

বিষয়	সুয়েজ খাল	পানামা খাল
(১) নিয়ন্ত্রণ	মিশর সরকারের অধীনে সুয়েজ ক্যানেল অথরিটি নামে একটি সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।	পানামা সরকার নিয়ন্ত্রণ করে।
(২) অবস্থান	পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত।	পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত।
(৩) খননকাল	১৮৫৯ সালে খনন কাজ শুরু হয় এবং ১৮৬৯ সালে খনন কাজ শেষ হয়।	১৯০৪ সালে খনন কাজ শুরু হয় এবং ১৯১৪ সালে জাহাজ চলাচল শুরু হয়।

Scanned with CamScanner

বিষয়	সুয়েজ খাল	পানামা খাল
(৪) দৈর্ঘ্য	সুয়েজ খালের দৈর্ঘ্য ১৬৬ কিমি।	পানামা খালের দৈর্ঘ্য ৮০ কিমি।
(৫) প্রস্থ	৬০ থেকে ৬৫ মিটার।	৯১ থেকে ৩০৫ মিটার।
(৬) গভীরতা	১০ থেকে ১৩ মিটার।	১২ থেকে ২৬ মিটার।
(৭) অতিক্রমণ সময়	সুয়েজ খাল অতিক্রম করতে জাহাজের সময় লাগে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা।	পানামা খাল অতিক্রম করতে জাহাজের সময় লাগে ১৪ ঘণ্টা।
(৮) লকগেট	ভূমধ্যসাগরের জলতল ও লোহিত সাগরের জলতল একই তলে অবস্থিত; তাই, লকগেট তৈরির প্রয়োজন হয়নি।	আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের জলতলের তফাৎ ২৬ মিটার। তাই, ৬টি লকগেট দিয়ে এর জলের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
(৯) গতিবেগ	এই খালপথে জাহাজ দ্রুতগতিতে যাতায়াত করে।	এই খালপথে জাহাজ খুব ধীর গতিতে যাতায়াত করে।
(১০) শুল্কহার	এই পথে শুল্কহার বেশি।	এই পথে শুল্কহার কম।
(১১) ভূ-প্রকৃতি	স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি সমতল। ফলে, জাহাজ-চলাচলে কোনো অসুবিধা হয় না।	স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি পার্বত্যময় হওয়ায় জাহাজ চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।
(১২) যোগাযোগ অঞ্চল	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়েছে।	প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম ভাগের মধ্যে যোগাযোগ সুদৃঢ় করেছে।
(১৩) অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব	অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব বেশি।	অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব কম।
(১৪) সংযোগ-স্থান	ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে।	প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে ক্যারিবিয়ান সাগরকে যুক্ত করেছে।
(১৫) ব্যবহারকারী দেশ	এই খালটি সাধারণত ইউরোপ ও এশিয়ার দেশসমূহ বেশি ব্যবহার করে।	এই খাল দুই আমেরিকার দেশগুলি বেশি ব্যবহার করে।
(১৬) বাণিজ্য	এই খালটিতে সাধারণত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠিত হয়।	এই খালটিতে সাধারণত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংগঠিত হয়।
(১৭) আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য	প্রাচ্যের চা, পাটজাত দ্রব্য, বস্ত্র, তুলো, রবার, আকরিক লৌহ, কয়লা এবং পাশ্চাত্যের শিল্পজাত দ্রব্য ও মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তেল আমদানি-রপ্তানি হয়।	এই পথে মাছ, কফি, গম, পশুজাত দ্রব্যাদি, খনিজ তেল, আকরিক লৌহ, তামা, শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি আমদানি-রপ্তানি হয়।
(১৮) জনবসতি ও বন্দর	এই খালটির নিকটবর্তী অঞ্চল জনবহুল এবং অনেক বন্দর গড়ে উঠেছে।	এই খালের নিকটবর্তী অঞ্চল জনবিরল ও অনুন্নত। এখানে বন্দরের সংখ্যাও কম।
(১৯) উপকৃত দেশ	এই খালের জন্য উপকৃত দেশগুলি হল—ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি।	এই খালের জন্য উপকৃত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে চিন, জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত দেশগুলি।

Scanned with CamScanner

তথ্য সূত্র ঃ ভারত সরকারের সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রক।

উপরে আলোচিত প্রকল্পটি ছাড়াও NHAI আরও একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এটি হল — **বন্দর সংযোজক পরিকল্পনা** (Port Connectivity programme)। এর অধীনে **হলদিয়া, পারাদ্বীপ, বিশাখাপত্তনম, চেন্নাই, এন্নোর, তুতিকোরিন** ইত্যাদি বন্দরগুলিকে দীর্ঘ এবং বিস্তৃত রাজপথ দ্বারা যুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।

২। **রাজ্য সড়ক (State Highways) ঃ** এই সড়কপথগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত। এগুলি সাধারণত রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং জাতীয় সড়কে এসে মিলিত হয়। রাজ্যের মধ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৯১ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতের রাজ্য সড়কের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৭·৯ হাজার কিমি.।

৩। **জেলা সড়ক (District Roads) ঃ** জেলা সড়কগুলি জেলা সদরের সঙ্গে জেলার অন্যান্য অংশের যোগাযোগ রক্ষা করে। এগুলি সাধারণত রাজ্য সড়ক বা জাতীয় সড়কের সাথে মিলিত হয়েছে। ভারতে এই শ্রেণির সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ লক্ষ কিমি.।

৪। **গ্রাম্য সড়ক (Village Roads) ঃ** বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে অথবা গ্রাম ও নিকটবর্তী শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী সড়কগুলিকে গ্রাম্য সড়ক বলা হয়। সাধারণত এগুলি কাঁচা এবং অপ্রশস্ত। গ্রামাঞ্চলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে এই ধরনের সড়কগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫। **দ্রুত পরিবহন সড়ক (Express Highways) ঃ** দেশের শিল্পোন্নত অঞ্চলের কোনো কোনো অংশে দ্রুত পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের উদ্দেশ্যে উন্নত মানের মসৃণ, প্রশস্ত রাজপথ তৈরি করা হয়েছে। এদের দ্রুত পরিবহন সড়ক বলে। যেমন— দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে, কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে ইত্যাদি।

৬। **আন্তর্জাতিক সড়ক (International Highways) ঃ** স্থলপথে যোগাযোগ রক্ষা করা যায় এমন পাশাপাশি অবস্থিত দুটি দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সড়কপথ ব্যবহৃত হয়। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সড়কপথগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৭। **সীমান্তবর্তী সড়ক (Border Roads) ঃ** ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির উন্নয়ন ও বিকাশের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ও

Scanned with CamScanner

সোনালি চতুর্ভুজ (Golden Quadrilateral) ঃ সোনালি চতুর্ভুজ পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের চারটি মহানগর কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই ও চেন্নাই-কে ছয় লেন জাতীয় সড়ক দ্বারা যুক্ত করার কাজ চলছে। এ সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৫,৮৪৬ কিমি। এর মধ্যে প্রায় ১,৩৫০ কিমি. পথ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

(ii) **দ্বিতীয় পর্যায়** ঃ উক্ত প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে দুটি প্রধান সড়কপথ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথমটি হল — **উত্তর-দক্ষিণ সংযোগকারী সড়ক** (North-South Corridor) যা উত্তরে **শ্রীনগর** থেকে সালেম ও কোচিন হয়ে **কন্যাকুমারী** পর্যন্ত নির্মিত হবে। দ্বিতীয় সড়কটি হল— **পূর্ব-পশ্চিম সংযোগকারী সড়ক** (East-West Corridor), যা পূর্বে অসমের **শিলচর** থেকে জাতীয় সড়ক বরাবর পশ্চিম গুজরাট রাজ্যের **পোরবন্দর** পর্যন্ত নির্মিত হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের মোট সড়কপথের দৈর্ঘ্য ৭৩০০ কিমি।

পর্যায়	প্রকল্প	সড়ক পথের বিস্তৃতি	দৈর্ঘ্য (কিমি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কিমি.)
প্রথম	১। সোনালি চতুর্ভুজ	কলকাতা—দিল্লি	১,৪৫৩	৫৮৪৬
	দিল্লি—মুম্বাই	১,৪১৯		
	মুম্বাই—চেন্নাই	১,২৯০		
	চেন্নাই—কলকাতা	১,৬৮৪		
দ্বিতীয়	২। উত্তর-দক্ষিণ সংযোগকারী সড়ক পথ	শ্রীনগর—কন্যাকুমারী	৪,০০০	৭,৩০০
	৩। পূর্ব-পশ্চিম সংযোগকারী সড়ক পথ	শিলচর — পোর বন্দর	৩,৩০০	

তথ্য সূত্র ঃ ভারত সরকারের সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রক।

উপরে আলোচিত

Scanned with CamScanner

❑ জলপথের গুরুত্ব বা জলপথ উন্নয়নের জীবনরেখা ❑

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জলপথের গুরুত্ব বা ভূমিকা এত বেশি যে **'জলপথকে উন্নয়নের জীবনরেখা'** *(lifeline of prosperity)* বলা হয়। জলপথের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ—

(i) পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় তিনভাগই জলরাশির দ্বারা আবৃত। উপরন্তু অস্ট্রেলিয়া বাদে সকল মহাদেশেই রয়েছে বড় বড় নদী, হ্রদ ইত্যাদি। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েছে জলরাশির প্রাচুর্য,—জলপথ তৈরির সুলভ উপাদান। সুতরাং জলপথ তৈরি করতে এমনইতে কোন প্রাথমিক ব্যয় করতে হয় না।

(ii) পরিবহন ব্যবস্থার অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় জলপথে পরিবহন সব থেকে কম। ভারি, কম দামী, অপচনশীল পণ্য বিপুল পরিমাণে পরিবহনের ক্ষেত্রে জলপথ সব থেকে বেশি সাশ্রয়কারী।

(iii) অভ্যন্তরীণ জলপথের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত পণ্য পরিবহন করা যায়। রাইন, দানিউব প্রভৃতি নদী তাদের নাব্যতার জোরেই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক নদীপথে পরিণত হয়েছে। বৃহৎ হ্রদ-পঞ্চক জলপথ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২০ শতাংশ পণ্য পরিবাহিত হয়।

বৃহৎ হ্রদ পঞ্চক ও সেন্ট লরেন্স সী-ওয়ের মধ্য দিয়ে রপ্তানি পণ্যসমূহ

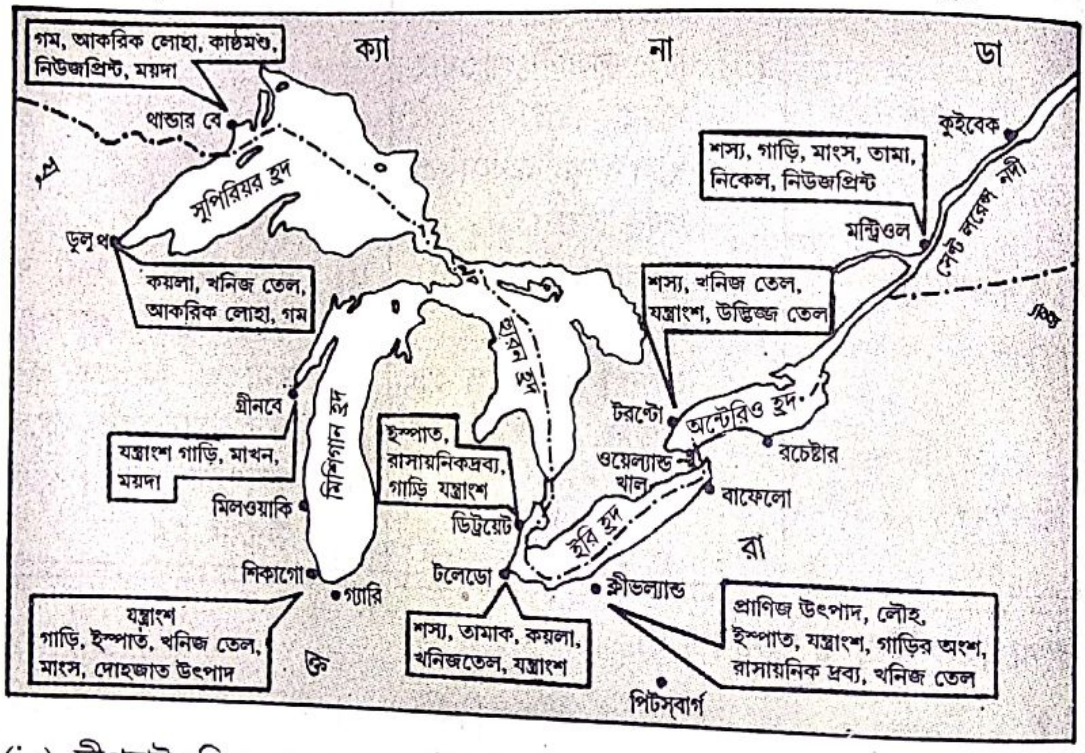

(iv) দ্বীপরাষ্ট্রগুলির পক্ষে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও বহির্বাণিজ্য ঠিক রাখার ক্ষেত্রে জলপথই প্রধান ভরসা। যেমন—জাপান, যুক্তরাজ্য, শ্রীলঙ্কার।

(v) নৌশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ও জলপথে প্রভুত্ব স্থাপন করেই যুক্তরাজ্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল তাদের অধীনে এনেছিল।

(vi) যোজকগুলিতে খাল কেটে জলপথ নির্মাণ করে পরিবহনের সময় ও ব্যয় উভয়ই কমান যায়। যেমন পানামা যোজক-এ প্যানামা খাল কাটার ফলে হয়েছে।

(vii) দুর্গম অঞ্চলে প্রবেশ করার সহজতম উপায় নদী সৃষ্ট জলপথ। যেমন অ্যামাজনের গহন সেলভা অরণ্যে অ্যামাজন ও তার উপনদীগুলির জন্যই প্রবেশ করা সম্ভব হয়। অ্যামাজন নদীর মোহানা থেকে ১৬০০ কিমি. অভ্যন্তরে মানাউস নদী বন্দর গড়ে উঠেছে, যেখান থেকে ব্রাজিল বাদাম, রবার, কাঠ, কাকাও *(cacao)* প্রভৃতি রপ্তানি হয়। এখানে তৈলশোধনাগারও গড়ে উঠতে পেরেছে।

Scanned with CamScanner

[২০] মিশ্র কৃষি

মিশ্র কৃষি (*mixed farming*) হল এক প্রকার বাণিজ্যিক কৃষিকার্য যাতে একই কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনও করা হয়।

'Mixed farming' ও 'Mixed cultivation' কিন্তু এক নয়, —Mixed farming বলতে ফসল চাষের সঙ্গে সঙ্গে পশুকৃষিও বোঝায়, কিন্তু Mixed cultivation বলতে একই জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষ বোঝায়, ফসল চাষের সঙ্গে পশুকৃষি নয়। সুতরাং Mixed cultivation-কে আমরা **'মিশ্র ফসল চাষ'** বলতে পারি।

মিশ্র কৃষিব্যবস্থা দেখা যায় নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে, যেমন—

য়ুরোপে	পশ্চিমে আয়রল্যান্ড থেকে পূর্ব দিকে মধ্য য়ুরোপে রাশিয়ার অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত—বিশেষত উত্তর-পশ্চিমাংশে।
উত্তর আমেরিকায়	৯৮° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখার পূর্বদিকের অঞ্চলে।
দক্ষিণ আমেরিকায়	আরজেনতিনায় পম্পাস অঞ্চলে।
আফ্রিকায়	দক্ষিণ আফ্রিকা দেশে।
অস্ট্রেলেশিয়ায়	অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশে ও নিউ জিল্যান্ডে।

মিশ্র কৃষিব্যবস্থায় অন্তত ২০ শতাংশ কৃষিজমিতে পশুখাদ্য হিসাবে তৃণ চাষ করা হয়, সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে তৃণ চাষ করা হয় ৭৫ শতাংশ কৃষিজমিতে। তৃণ চাষ করা হয় ফসল (*arable crop*) চাষ করার মতই যত্ন ও গুরুত্ব সহকারে।

Scanned with CamScanner

মিশ্র কৃষিব্যবস্থায়, য়ুরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার কৃষকেরা যেমন ফসল চাষ করে, তেমনই পশুকৃষিও করে। ফসল চাষের মধ্যে গম, যব, জই *(oat)* ও রাই *(rye)* প্রধান। এছাড়া শস্যাবর্তন পদ্ধতিতে কন্দ ফসল *(root crop)* যেমন আলু, ওলকপি প্রভৃতিও চাষ করা হয়। অনেক মিশ্র কৃষিক্ষেত্রে শিল্প ফসল *(industrial crop)* যেমন শুগার-বীট, (hop-হপ), তামাক, ফ্ল্যাক্স *(flax)* প্রভৃতির বহু মিশ্র কৃষিক্ষেত্রে আপেল, নাশপাতি, চেরি, গুজবেরি *(gooseberry, টেপারি কুল)*, স্ট্রবেরি *(strawberry)* প্রভৃতির চাষ হয়। এরূপ কৃষিক্ষেত্রে কোথাও কোথাও মৌমাছিও পালন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে মিশ্র কৃষিব্যবস্থায় প্রধান ফসল হল ভুট্টা। ভুট্টা বলয়ে উৎপাদিত ৯০ শতাংশ ভুট্টাই গবাদিপশু ও শূকরপালনে ব্যবহৃত হয়।

মিশ্র কৃষিব্যবস্থার সুবিধা

(১) মিশ্র কৃষিব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হল, কোনো কারণে ফসলের দাম কমে গেলে বা রোগের প্রাদুর্ভাবে ফসল নষ্ট হয়ে গেলেও চাষী আর্থিক দিক থেকে ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না কারণ পশুকৃষি আরেকটি অবলম্বন হিসাবে তাকে সাহায্য করে।

(২) ফসল চাষ ও পশুকৃষি উভয়ই থাকার ফলে কৃষিশ্রমিকেরা সারা বছরই কাজ পায়। সারা বছরই সমানভাবে তাদের কাজে লাগান যায়।

(৩) মিশ্র কৃষিব্যবস্থায় সাধারণত শস্যাবর্তন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য হয়ে থাকে। এর ফলে হ্রাসপ্রাপ্ত উর্বরকগুলি পুনরায় পূরণ হওয়ার সুযোগ পায় ও মৃত্তিকার উর্বরতা অনেক পরিমাণেই বজায় থাকে।

(৪) শস্যাবর্তন পদ্ধতি গৃহীত হওয়ার ফলে ফসলের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

(৫) মিশ্র কৃষিব্যবস্থায় ফসল চাষ ও পশুকৃষি একই ক্ষেত্রে হওয়ার ফলে ফসলের বিভিন্ন পরিত্যক্ত অংশ ছাগল, মেষ, মুরগি, শূকর, গবাদিপশু প্রভৃতির পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তেমনই তাদের বর্জ্য পদার্থ চাষের কাজে সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

(৬) মিশ্র কৃষিব্যবস্থা থেকে কৃষকের যেমন দৈনন্দিন খাদ্যবস্তু সংগ্রহের সুবিধা হয় তেমনই শহরাঞ্চলে মিশ্র কৃষিজাত দ্রব্যাদি সরবরাহ করে দৈনিক উপার্জনেরও সুবিধা হয়।

মিশ্র কৃষিব্যবস্থার অসুবিধা

(১) মিশ্র কৃষিব্যবস্থার জন্য এমন ভৌগোলিক পরিবেশ প্রয়োজন যেখানে—যেমন বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষ করা যায়, তেমনই বিভিন্ন প্রকার পশুও পালন করা যায়। অবশ্য এমন অঞ্চল পৃথিবীতে বেশি নেই।

(২) মিশ্র কৃষিব্যবস্থায় উৎপাদিত ফসল ও পশুজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজার যথাসম্ভব নিকটেই থাকা প্রয়োজন। সুতরাং বিশাল বিশাল নগরগুলির শহরতলি অঞ্চলে মিশ্র কৃষিব্যবস্থায় কৃষিকার্য করার মত প্রচুর কৃষিজমি প্রয়োজন।

(৩) কৃষিজাত দ্রব্যাদি রাতের মধ্যেই শহরাঞ্চলে পৌঁছে দেবার জন্য দ্রুত ও সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন *(Truck forming)*।

(৪) কৃষকদের ফসল চাষ ও পশুকৃষি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(৫) প্রচুর জমি, বহু কৃষিশ্রমিক ও বিপুল অর্থলগ্নীর প্রয়োজন হয়।

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব
(Importance of International Trade)

পৃথিবীর কোনো দেশ তার চাহিদা মতো সম্পদ উৎপাদন করতে পারে না। তাই তার চাহিদা মেটানোর জন্য তাকে অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। আবার নিজের দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে হয়। এইভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূচনা হয়। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির** ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার যত বেশি ঘটবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান তত উন্নত হবে। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বের কারণগুলি নিম্নরূপ। যথা—

১। **ভোগের সুযোগ** ঃ- আঞ্চলিক সুযোগসুবিধা অনুযায়ী অধিক পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠলে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের জনগণ নিজের দেশের উৎপাদিত সামগ্রীর সঙ্গে অন্য দেশের পণ্যসামগ্রী ভোগ করার সুযোগ পায়।

২। **উন্নত জীবনযাত্রা** ঃ- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের অধিবাসীরা অধিক পরিমাণে উন্নত পণ্য ভোগ ও ক্রয়ের সুযোগ পায় বলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৩। **অর্থনৈতিক উন্নতি** ঃ- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আমদানি ও রপ্তানিকারক উভয় দেশই লাভবান হয় এবং রপ্তানিকারক দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে।

৪। **শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি** ঃ- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে শ্রমবিভাজন নীতি উৎসাহিত হয়। এর ফলে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়।

৫। **উৎপাদনের মান উন্নত** ঃ- শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি পেলে উৎপাদিত দ্রব্যের মানও উন্নত হয়। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মানুষ উন্নত ধরনের পণ্যসামগ্রী ভোগের সুযোগ পায়।

৬। **কর্মসংস্থান ঘটে** ঃ- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে **ব্যাঙ্ক, বীমা, পরিবহন, প্যাকিং ব্যবস্থা** প্রভৃতির বিকাশ ঘটে।

৭। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি** ঃ- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার** উন্নতি ঘটে। উন্নত প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির অনুশীলন ও বিনিময়ের ফলে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক উন্নতিও ঘটে। সাংস্কৃতিক উন্নতি পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে।

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি (Bases of International Trade)

পৃথিবীর কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কাঁচামালের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলিকে অনুন্নত দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। অপর দিকে যন্ত্রপাতি ও শিল্প দ্রব্যের জন্য অনুন্নত দেশগুলিকে শিল্পোন্নত দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। এর ফলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তিগুলি নিম্নরূপ ঃ-

১। **প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বণ্টন ঃ-** পৃথিবীর সর্বত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ এক রকম নয়। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের **ভূমিরূপ, মাটি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, খনিজ সম্পদ** পাওয়া যায়। যেমন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় **পাট**, ব্রাজিলে **কফি**, মালয়েশিয়ায় **টিন**, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে **খনিজ তেল**, অস্ট্রেলিয়ায় **পশম** পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক সম্পদের এইরূপ অসম বণ্টনের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে।

২। **জনসংখ্যার অসম বণ্টন ঃ-** পৃথিবীর সর্বত্র জনবসতির ঘনত্ব সমান নয়, কোনো দেশে বেশি আবার কোনো দেশে কম। কোনো দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলে তাকে বিদেশ থেকে সম্পদ আমদানি করতে হয়। যেমন ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের জনসংখ্যা অধিক, তাই এই দেশগুলিকে সম্পদ আমদানি করতে হয়। অপরদিকে যে সমস্ত দেশে জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ বেশি তাদের সম্পদ রপ্তানি করতে হয়। এই ভাবেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে।

৩। **সাংস্কৃতিক সম্পদের অসম বণ্টন ঃ-** সাংস্কৃতিক সম্পদে উন্নত দেশ **বিজ্ঞান** ও **প্রযুক্তিতে** উন্নত হয়। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত অধিক পরিমাণে পণ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে তোলে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত বলে **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান** প্রভৃতি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু **আফ্রিকার দেশগুলি** সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনুন্নত বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তেমন অংশ গ্রহণ করতে পারেনি।

৪। **অবস্থানের তারতম্য ঃ-** ভৌগোলিক অবস্থানের তারতম্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। **ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য** ও **জাপানের** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির মূলে রয়েছে অবস্থানগত সুবিধা। তাই এই দেশগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পেরেছে। অপরদিকে **চিলি** বা **মাদাগাস্কারের** অবস্থানগত সুবিধা না থাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেনি।

৫। **পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঃ-** পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করে। যেমন **সুয়েজ ও পানামা খাল** খননের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। যেমন নেপাল দেশটির কোনো বন্দর নেই, তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য তাকে ভারতের **কলকাতা** বা **হলদিয়া বন্দরের** উপর নির্ভর করতে হয়। তাই এই দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খুব বেশি অংশ গ্রহণ করতে পারেনি।

৬। **অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য ঃ-** অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও ক্রয় ক্ষমতা অধিক হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে।

৭। **উৎপাদন ব্যয় ঃ-** কোনো একটি দেশের কোনো একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদনের ব্যয় বেশি হলে সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন না করে বিদেশ থেকে আমদানি করে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। একে **'তুলনামূলক ব্যয়ের নিয়ম'** বলা হয়।

৮। **মুদ্রা বিনিময়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঃ-** মুদ্রা বিনিময়ের হ্রাসবৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। যেমন **ডলার বা পাউন্ডের** সঙ্গে ভারতীয় টাকার বিনিময় হার কমে গেলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সঙ্গে আমদানি বাণিজ্য হ্রাস পাবে, কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

৯। **বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ ঃ-** উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশের কাঁচামাল সংগ্রহ ও শিল্প বিকাশে অর্থ বিনিয়োগ করলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

১০। **সরকারি নীতি ঃ-** কোনো দেশের সরকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদারনীতি গ্রহণ করলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। অপর দিকে রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করে শুল্কের পরিমাণ বাড়ায় তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ কমবে।

১১। **দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ঃ-** দুটি দেশের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বাণিজ্যিক চুক্তি হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে।

১২। **আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য ঃ-** আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেকখানি নির্ভর করে।

Scanned with CamScanner

(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (World Trade organisation বা WTO)

১৯৯৪ সালে এই সংস্থা গঠিত হয়। পৃথিবীর ১৪৬টি রাষ্ট্র এর সদস্য। এই সংস্থার মূল আদর্শ **অবাধ বাণিজ্য** (Free Trade) । অর্থাৎ দুটি দেশের মধ্যে যদি অর্থনৈতিক সুবিধার ভিত্তিতে বাণিজ্য হয় এবং দুটি দেশের সরকার যদি কোনো ভাবে বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ না করে তখন সেই বাণিজ্যকে **অবাধ বাণিজ্য** (Free Trade) বলা হয়। অবাধ বাণিজ্য থাকার ফলে সহজেই আমদানি রপ্তানি করা সহজ হবে, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার ও মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

নব্বই-এর দশকে **ব্যবসা ও শুল্ক সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি** (General Agreement on Tariffs and Trade বা GATT) এর প্রথম থেকে ভারত সহ উন্নয়নশীল দেশগুলির অনেকেই মুক্ত আমদানির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। কিন্তু ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে **মেক্সিকোর কানকুনে** বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) পঞ্চম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উন্নত দেশগুলি অবাধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধাচরণ করে। **কৃষি শুল্ক** ও **কৃষিতে ভরতুকি** নিয়ে উন্নত (Developed) ও উন্নয়নশীল (Developing) দেশগুলির মধ্যে বিরোধ বাধে। এর ফলে **ভারত, চীন, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা** ও **মিশর** সহ ২১টি দেশ বিশ্ববাণিজ্য মঞ্চে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে **জি-২১ গঠন** করে। আপাতদৃষ্টিতে এটিই অমীমাংসিত **কানকুন সম্মেলনের** বড়ো সাফল্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার নীতি

১। **পক্ষপাতহীন বাণিজ্য** অর্থাৎ কোনো দেশকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে না।
২। **মুক্ত বাণিজ্য** চালু করা।
৩। কোনো দেশের **বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে সাহায্য** করা এবং চুক্তি মতো শুল্ক নেওয়া হচ্ছে কি না তা দেখা।
৪। **ন্যায্য প্রতিযোগিতাকে** উৎসাহ দেওয়া।
৫। **অর্থনৈতিক সংস্কারকে** উৎসাহ দেওয়া।

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার কার্যাবলি

১। বাণিজ্য সংগঠনের অন্যতম প্রধান কাজ হল একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত **বাণিজ্য চুক্তির রূপায়ণ করা।**

২। **বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি** এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিশ্ববাণিজ্য সংগঠন কাজ করে।

৩। সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য **বিরোধ দেখা দিলে 'বিরোধ নিষ্পত্তি পর্ষদ'** (Dispute Settlement Body) তার সমাধান করে।

৪। **জাতীয় বাণিজ্য নীতির** লক্ষ রাখা এই সংস্থার অপর একটি কাজ।

৫। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে **প্রযুক্তি-সংক্রান্ত সাহায্য** ও হাতেকলমে শিক্ষাদান করে।

৬। অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে **'আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার'** ও **'বিশ্ব ব্যাঙ্কের' সঙ্গে সহযোগিতা করাও** বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার কাজ।

Scanned with CamScanner